চিকিৎসার নামে প্রতারণা বন্ধ হোক

চিকিৎসা মানুষের জীবনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত একটি বিষয়। একজন অসুস্থ মানুষ যখন চিকিৎসকের কাছে যান, তখন তিনি শুধু ওষুধ নয়, নিরাপত্তা ও আস্থাও প্রত্যাশা করেন।

গতকাল শনিবার মেহেরপুর প্রতিদিনে প্রকাশিত সংবাদে মেহেরপুরে গ্রাম্য চিকিৎসকের হাতে এক বৃদ্ধার যে পরিণতির অভিযোগ উঠেছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কোমরের ব্যথা নিয়ে চিকিৎসা নিতে গিয়ে ৭০ বছর বয়সী বানোয়ারা খাতুনের দুই হাতে তীব্র ব্যথা, ফোসকা ও পচন ধরেছে। পরিবারের দাবি, ওই চিকিৎসকের দেওয়া দুটি ইনজেকশনের পরই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। চিকিৎসার পেছনে ইতিমধ্যে দুই লাখ টাকার বেশি খরচ হলেও এখন অর্থের অভাবে চিকিৎসা বন্ধ। হাত হারানোর আশঙ্কাও করছেন স্বজনেরা।

ঘটনাটি নিছক একজন রোগীর দুর্ভোগ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। কারণ, একই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আরও রোগী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো, একজন গ্রাম্য চিকিৎসকের চেম্বারে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড ইনজেকশন মজুত থাকার অভিযোগ। অথচ স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, গ্রাম্য চিকিৎসকদের এসব ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধ ও ইনজেকশন ব্যবহারের অনুমতি নেই।

তাহলে প্রশ্ন হলো—এত দিন ধরে এসব কীভাবে চলল? কে বা কারা বিষয়টি দেখভাল করেছে? স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবার নামে এমন কার্যক্রম চলতে থাকলে সাধারণ মানুষ কোথায় নিরাপদ চিকিৎসা পাবে?

আরও উদ্বেগের বিষয়, অভিযোগ জানাতে গেলে রোগীকে গুরুত্ব না দেওয়া এবং গণমাধ্যমকর্মীদের ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগও উঠেছে। কোনো চিকিৎসাসেবাদানকারী ব্যক্তি বা তার সহযোগীরা যদি সংবাদ প্রকাশ ঠেকাতে হুমকি দেন, তাহলে সেটি শুধু সাংবাদিকতার ওপর চাপ নয়; এটি জনস্বার্থের বিরুদ্ধেও অবস্থান।

বানোয়ারা খাতুনের ঘটনায় অভিযোগ সত্য কি না, তা তদন্তের মাধ্যমেই নিশ্চিত হতে হবে। তবে অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় স্বাস্থ্য বিভাগকে দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। চিকিৎসকের

যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ, ইনজেকশন ব্যবহারের বৈধতা এবং চেম্বারে মজুত ওষুধ—সবকিছুই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনের আওতায় কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

একই সঙ্গে বানোয়ারা খাতুনের সুচিকিৎসার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। চিকিৎসার নামে কেউ যেন অসহায় মানুষের জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে না পারে, সেটি নিশ্চিত করা জরুরি।

গ্রামবাংলায় প্রাথমিক চিকিৎসায় গ্রাম্য চিকিৎসকদের একটি বাস্তব ভূমিকা থাকলেও সেই ভূমিকার সীমা অতিক্রম করার সুযোগ নেই।

বিশেষ করে স্টেরয়েড ও অ্যান্টিবায়োটিকের মতো ওষুধের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই শুধু একজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই হবে না; মেহেরপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুমোদনহীন চিকিৎসা ও ঝুঁকিপূর্ণ ইনজেকশন ব্যবহারের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান ও নজরদারি চালাতে হবে।

মানুষের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে চিকিৎসার নামে ব্যবসা চলতে পারে না। বানোয়ারা খাতুনের দুই হাত যেন আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার অবহেলার প্রতীক না হয়ে ওঠে, এটাই প্রত্যাশা।

গাংনীতে বিএনপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার আমতৈল গ্রামে বিএনপি নেতার বাড়ির সামনে থেকে দুটি বোমা সদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শনিবার সকাল ৮ টায় উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের আমতৈল গ্রামের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবুল হোসেনের বাড়ির পাশ থেকে লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমার সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করা হয়।

আবুল হোসেন জানিয়েছেন, কে বা কারা রাতের আঁধারে তার বাড়ির পাশে

লাল টিপ দিয়ে মোড়ানো দুটি বোমা সদৃশ বস্তু রেখে যায়।

সকালে স্থানীয় লোকজন দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়া হলে সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, বোমা সদৃশ বস্তুটি উদ্ধার করা হয়েছে আর এ ঘটনার সাথে কারা জড়িত কি কারনে রাখা হয়েছে এগুলি তদন্ত করা হচ্ছে।

মেহেরপুরে বিএনপির বৃক্ষরোপণ ও দোয়া মাহফিল

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মদিন উপলক্ষে তার রুহের মাগফিরাত কামনায় মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপণ করা হয়। পরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনীতে বিএনপির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুরের গাংনীতে পৌর ও উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপারসন মরহুম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বাদ আসর উপজেলা ও পৌর বিএনপি কার্যালয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাক আহমেদের সভাপতিত্বে এবং পৌর বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুর ইসলাম, সাহারবাটি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আসমত আরা, সাবেক কাউন্সিলর নাসিরুদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইউসুফ আলী, পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসানুল হক সুমন এবং গাংনী ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুস সালাম।

এ সময় উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেন, দলের দুঃসময়ে প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে হত্যা করার পর খালেদা জিয়া একজন সাধারণ গৃহবধূ থেকে দেশের ইতিহাসে অন্যতম জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দলের ও দেশের কঠিন সময়ে তিনি দলকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং দেশের বিভিন্ন সংকট মোকাবিলায় কাজ করেছেন।

তিনি দলের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্রের দাঁতভাঙা জবাব দিতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। একই সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির সমালোচনা করে তিনি নেতাকর্মীদের বিভিন্ন অপপ্রচারের

বিষয়ে সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

আলোচনা সভা শেষে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মাওলানা রুহুল আমিন।

কোমরের ব্যথা নিরাময়ে দুই হাতে ইনজেকশন, পচন ধরেছে বৃদ্ধার হাতে

কোমরের ব্যথা সারাতে গ্রাম্য চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলেন ৭০ বছরের বানোয়ারা খাতুন। অভিযোগ, কোমরের ব্যথার কথা শুনেই তার দুই বাহুতে দুটি ইনজেকশন দেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের আব্দুল গনি। এরপর দেওয়া হয় কিছু ওষুধ।

কিন্তু চিকিৎসার মাত্র দুই-তিন দিনের মধ্যেই বদলে যায় পরিস্থিতি। দুই হাতে শুরু হয় তীব্র ব্যথা, ফোলা ও ফোসকা। একপর্যায়ে দুই হাতেই ধরতে শুরু করে পচন। এখন অর্থের অভাবে চিকিৎসাও বন্ধ। অসহ্য যন্ত্রণায় দিন কাটছে বৃদ্ধার। স্বজনদের আশঙ্কা, শেষ পর্যন্ত হাত দুটিই হারাতে হতে পারে তাকে।

ঘটনাটি মেহেরপুর সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামের। ভুক্তভোগী বানোয়ারা খাতুন ওই গ্রামের মৃত আবুল কাশেমের স্ত্রী। বানোয়ারা খাতুন ছাড়াও গাংনী উপজেলার যুগিন্দা ও মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামেও এরকম দুজন ভুক্তভোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে।

কোমরের ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে দুই হাতে স্টেরয়েড ইনজেকশন দিয়ে এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটানোর অভিযোগ উঠেছে উজলপুর গ্রামের গ্রাম্য চিকিৎসক আব্দুল গনির বিরুদ্ধে।

স্বজনদের অভিযোগ, ওই চিকিৎসকের ভুল চিকিৎসার কারণেই বানোয়ারা খাতুনের এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা ও রাজশাহীতে চিকিৎসা করাতে ধারদেনা ও মানুষের সহায়তায় দুই লাখ

টাকার বেশি খরচ হয়েছে। তবুও সুস্থ হননি তিনি। এখন হাত হারানোর আশঙ্কায় রয়েছেন এই বৃদ্ধা।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আব্দুল গনি উজলপুর গ্রামে নিজের চেম্বার পরিচালনা করেন। স্থানীয়ভাবে তিনি ‘ইনজেকশন ডাক্তার’ হিসেবে পরিচিত। গ্রামসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় তিনি ‘নার্ভের চিকিৎসক’ হিসেবে পরিচিত হওয়ায় প্রতিদিন মেহেরপুরসহ আশপাশের একাধিক জেলা থেকে রোগী তার কাছে আসেন। স্থানীয়দের ভাষ্য, প্রতিদিন ৫-৬টি অ্যালগামন ভর্তি রোগী তার চেম্বারে চিকিৎসা নিতে আসেন।

সরেজমিনে পরিদর্শন করে তার চেম্বারে ক্যালসিয়ামের বিভিন্ন ওষুধের কৌটার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন ও স্টেরয়েড ইনজেকশনের মজুত দেখা গেছে। পাশাপাশি কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধও দেখা গেছে।

অভিযোগ রয়েছে, রোগীর কথা শোনার পর অনেক ক্ষেত্রেই তিনি রোগীর দুই বাহুতে দুটি স্টেরয়েড ইনজেকশন দেন এবং একটি ক্যালসিয়ামের ওষুধ দিয়ে বলেন, ওষুধে কাজ হলে ১৫ দিন পর আবার আসতে। আর কাজ না হলে আর আসার প্রয়োজন নেই। ১৫ দিন পর কেউ গেলে একই ধরনের চিকিৎসা দেওয়া হয় বলে জানা। কেউ নিয়মিত চিকিৎসা নেন, আবার কেউ আর আসেন না। এমনকি দীর্ঘদিন স্টেরয়েডজাতীয় ইনজেকশন নেওয়ার পর বিভিন্ন শারীরিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে অনেকে অন্যত্র চিকিৎসা নেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

বানোয়ারা খাতুনের মেয়ে মুর্শিদা খাতুন জানান, বার্ধক্যজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরে তার মা কোমরের ব্যথায় ভুগছিলেন। পরিবারের আর্থিক সংকটের কারণে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। পরে পরিচিতদের মাধ্যমে জানতে পেরে প্রায় তিন মাস আগে মাকে নিয়ে উজলপুর গ্রামের আব্দুল গনির কাছে যান তারা।

মুর্শিদা খাতুনের অভিযোগ, তার মা কোমরের ব্যথার কথা জানালেও ওই চিকিৎসক সমস্যার বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই দুই হাতে দুটি ইনজেকশন দেন এবং কিছু ওষুধ লিখে দেন। ওষুধ খাওয়ার পর প্রথম দিকে কোমরের ব্যথা কিছুটা কমে। কিন্তু দুই-তিন দিন পর থেকেই তার দুই হাতে তীব্র ব্যথা ও জ্বালাপোড়া শুরু হয়। এরপর হাত ফুলে যায় এবং আগুনে পোড়ার মতো ফোসকা পড়ে। ধীরে ধীরে সেখানে পচন ধরতে শুরু করে।

তিনি বলেন, বিষয়টি জানাতে আবার ওই চিকিৎসকের কাছে গেলে তিনি কোনো গুরুত্ব দেননি। পরে অবস্থা আরও খারাপ হলে পরামর্শ চাইতে গেলে ‘সময় নেই’ বলে এড়িয়ে যান। একপর্যায়ে স্থানীয়দের সহযোগিতায় মাকে প্রথমে ঢাকায় এবং পরে রাজশাহীতে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। ধারদেনা ও মানুষের কাছ থেকে আর্থিক সহায়তা নিয়ে এ পর্যন্ত দুই লাখ টাকার বেশি খরচ হয়েছে। কিন্তু মায়ের হাত এখনো ভালো হয়নি। অর্থের অভাবে বর্তমানে চিকিৎসাও বন্ধ রয়েছে।

মুর্শিদা আরও অভিযোগ করেন, শুধু তার মা নন, একই চিকিৎসকের চিকিৎসা নিয়ে যুগিন্দা গ্রামের আরেক ব্যক্তিও সমস্যায় পড়েছেন।

ভুক্তভোগী বানোয়ারা খাতুন বলেন, ‘কোমরের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে তার কাছে গিয়েছিলাম। আমার কথা শুনে দুই হাতে ইনজেকশন ও কিছু ওষুধ দেন। ওষুধ খাওয়ার পর প্রথমে ব্যথা কিছুটা কমে। কিন্তু দু- তিন দিনের মধ্যে দুই হাত পুড়ে যাওয়ার মতো জ্বালা ও ফোসকা শুরু হয়। পরে হাত ফুলে পচন ধরতে থাকে। বিষয়টি তাকে বারবার জানালেও তিনি কোনো পরামর্শ দেননি, একবার খোঁজও নেননি।’
কান্নাজড়িত কণ্ঠে বানোয়ারা খাতুন বলেন, ‘চিকিৎসার জন্য মানুষের কাছে হাত পাততে হয়েছে। অনেক টাকা খরচ হয়েছে। এখন আর চিকিৎসা করানোর মতো টাকা নেই। আমি প্রশাসনের কাছে এ ঘটনার সঠিক বিচার ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চাই।’

স্থানীয়দের অভিযোগ, আব্দুল গনির চিকিৎসা পদ্ধতি ও তার চেম্বারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রশ্ন রয়েছে। কেউ তার চিকিৎসা নিয়ে অভিযোগ করলে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের ডেকে রোগী ও স্বজনদের ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগও রয়েছে।

এমনকি বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমকর্মীরা অনুসন্ধান বা কথা বলতে গেলে তাদেরও হুমকি দিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ স্থানীয়দের।

তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে আব্দুল গনির বক্তব্য জানতে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি কেন ইনজেকশন দিতে পারব না, দু-একটা ক্ষেত্রে সমস্যা হতেই পারে। তবে কারও সমস্যা হলে তাদেরকে আমি আবার চিকিৎসা দিই।’

কোন সনদের বলে তিনি অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েডের মতো ঝুঁকিপূর্ণ ইনজেকশন দিয়ে সাধারণ দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা করছেন? এমন প্রশ্ন করলে তিনি ছয় মাসের গ্রাম্য ডাক্তার প্রশিক্ষণের সনদ

এবং ওষুধের দোকান দিতে বাধ্যতামূলক যে তিন মাসের ফার্মাসি সার্টিফিকেট কোর্স করতে হয়, সেই সনদ প্রদর্শন করেন। এর মধ্যে একপর্যায়ে তিনি ইমন নামের এক বিএনপি নেতাকে ফোন করে ডেকে আনেন গণমাধ্যমকর্মীদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার জন্য।

এ সময় মেহেরপুর পৌরসভার দুই নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি নেতা ইমন সেখানে উপস্থিত গণমাধ্যমকর্মীদের হুমকি দিয়ে বলেন, এ বিষয় নিয়ে যদি কোনো নিউজ হয় অথবা আব্দুল গনির যদি কোনো সমস্যা হয়, তাহলে তিনি প্রত্যেক সাংবাদিককে দেখে নেবেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার ডা. সউদ কবীর মালিক বলেন, ‘গ্রাম্য চিকিৎসকরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারে এবং লিস্টেড মাত্র পঞ্চাশটি ওষুধ ব্যবহার করতে পারে। কোনো ধরনের স্টেরয়েড ইনজেকশন এবং অ্যান্টিবায়োটিক বা অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন প্রয়োগ করার এখতিয়ার গ্রাম্য চিকিৎসকদের নেই।’

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. একেএম আবু সাঈদ বলেন, ‘গ্রাম্য চিকিৎসকরা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কয়েকটি প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারে। অ্যান্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড ইনজেকশন দেওয়া তো দূরের কথা, তারা প্রেসক্রিপশন করারও একটি অধিকার রাখে না। এক্ষেত্রে কোনো ভুক্তভোগী অভিযোগ দিলে অথবা কোনো ধরনের সংবাদ প্রকাশ হলে সেটা ধরে আমরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে কঠোর ব্যবস্থা নেব।’

ভুক্তভোগী ও তার পরিবারের অভিযোগ, চিকিৎসার নামে এমন ঘটনার যথাযথ তদন্ত করে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া এবং বানোয়ারা খাতুনের সুচিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা জরুরি।

গাংনীতে রাতের আঁধারে তিন বিঘা জমির কলাগাছ কেটে দিল

দুর্বৃত্তরা

মেহেরপুরের গাংনীতে রাতের আঁধারে ছয় কৃষকের প্রায় তিন বিঘা জমির কলাগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা।

শনিবার (১৫ আগস্ট) সকালে মাঠে গিয়ে কলাগাছ কাটা অবস্থায় দেখতে পান জমির মালিকরা। পরে স্থানীয়দের ও পুলিশকে বিষয়টি জানান ভুক্তভোগীরা।

ঘটনাটি ঘটেছে গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মাঠে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চরগোয়াল গ্রামের কৃষক আব্দুল গনি, মাহফুজ, জিল্লুর, পল্টু মিয়া, আলফাজ ও রিপনের প্রায় তিন বিঘা জমিতে কলার চাষ করা হয়েছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগ জমি বর্গা নিয়ে চাষ করা হয়। শুক্রবার দিবাগত রাতে দুর্বৃত্তরা ওই জমিতে প্রবেশ করে প্রতিটি কলাগাছ কেটে দুই খণ্ড করে দেয়। সকালে বিষয়টি জানাজানি হলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান, ধারদেনা করে ও শ্রম দিয়ে তারা কলার বাগান তৈরি করেছিলেন। গাছগুলোতে ফলন আসার সময় এমন ঘটনা ঘটায় তারা আর্থিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়েছেন। কে বা কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, তা তারা জানেন না। দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

একই এলাকার সোহেল বলেন, “গত তিন বছরে কৃষকের কষ্টে উৎপাদিত ফসল নষ্টের ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। অপরাধীরা সবসময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকায় এমন ঘৃণ্য কাজ প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। এসব অপরাধী আইনের আওতায় না আসা পর্যন্ত কৃষকের ফসল মাঠে নিরাপদ নয়।”

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাদ্দিস মোরশেদ চৌধুরী জানান, চরগোয়াল গ্রামের মাঠে ছয় কৃষকের প্রায় তিন বিঘা জমির কলাগাছ রাতের আঁধারে কেটে দেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পুলিশ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে ভোর থেকে বোমা আতঙ্ক, বেজে উঠল বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

ভোর থেকে মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে বোমাসদৃশ বস্তু ঝুলতে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

শনিবার (১৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে, শহরের কোর্ট মোড় এবং ড. শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের সামনে থেকে বস্তুগুলো উদ্ধার করা হয়। তবে পুলিশ জানিয়েছে, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এগুলো বোমা নয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির তারের সঙ্গে বক্স আকৃতির একটি বস্তু দেখতে পান স্থানীয়রা। বস্তুটিকে বোমাসদৃশ মনে করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে উৎসুক মানুষের ভিড় জমতে থাকে। পরে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেন।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। স্থানীয়দের সহায়তায় বক্সটি নামিয়ে পানি ভর্তি একটি বালতির মধ্যে রাখা হয়। কিছুক্ষণ পর ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত তারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বক্সটি খুলে দেখা যায়, সেটি মূলত একটি সাউন্ড বক্স।

এরপর শহরের কোর্ট মোড় এবং ড. শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কের সামনে বৈদ্যুতিক খুঁটির তারের সঙ্গে আরও দুটি একই ধরনের বস্তু ঝুলিয়ে রাখার খবর পাওয়া যায়। পরে কোর্ট মোড়ের বস্তুটিও উদ্ধার করা হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সোয়া ৯টা থেকে পার্কের সামনে রাখা বক্সটি থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ বাজতে থাকে। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে বক্সটি নামিয়ে আনে। উদ্ধার করা তিনটি বস্তুই থানায় নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এগুলো বোমা নয়। বস্তুগুলো উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। কে বা কারা এগুলো রেখেছে, তা অনুসন্ধান করা হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে।’

মেহেরপুরে গেটের ছাদ ভেঙে প্রাণ গেল নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীর

বাড়ির সীমানাপ্রাচীর থেকে নামার সময় গেটের ছাদ ভেঙে শরীরের ওপর পড়ে সোহাগ হোসেন (১৭) নামে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার কোলা গ্রামে এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহাগ হোসেন ওই গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে এবং স্থানীয় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বাড়ির সীমানাপ্রাচীরে উঠে পেয়ারা পাড়ছিল সোহাগ। পেয়ারা পাড়া শেষে প্রাচীর থেকে নিচে নামার সময় গেটের ছাদ ধরে নামতে গেলে হঠাৎ ছাদটি ভেঙে তার ওপর পড়ে। এতে গুরুতর আহত হয় সে।

স্বজনরা দ্রুত সোহাগকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।

পরে কুষ্টিয়ায় নেওয়ার পথে গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকায় সোহাগের অবস্থার আরও অবনতি হয়। এ সময় তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক পরীক্ষা করে মৃত ঘোষণা করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাহিদ হাসান বলেন, মেহেরপুর হাসপাতাল থেকে সোহাগকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছিল। পথে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনা হয়। তবে হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবীর বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ঘটনাটি তদন্ত করে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সোহাগের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

আলোচনা সভা, গুণীজন সংবর্ধনা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৫টায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর সাহিত্য পরিষদের সভাপতি রকিবুল হাসান রিপন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন শিক্ষাবিদ ড. গাজী রহমান, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব এ. বাকাবিল্লাহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সামাজিক অঙ্গনের বিভিন্ন পর্যায়ের

গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং নতুন প্রজন্মকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনা সভা শেষে কেক কাটা ও গুণীজনদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। পরে স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।